২.২ অনুবিভাগ ২: বিশ্বব্যাংক

বিশ্বব্যাংক একটি বহুজাতিক আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা যা উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য কাজ করছে। বিশ্বব্যাংকের দুটি প্রতিষ্ঠান হলো International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) ও (International Development Association (IDA)। IBRD সাধারণত মধ্যম আয়ের দেশগুলোর জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে এবং IDA বিশ্বের দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকেআর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য নমনীয় শর্তে ঋণ এবং Trustee হিসেবে অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের অনুদান পেতে সহায়তা করে থাকে। এছাড়াও বিশ্বব্যাংক গ্রুপের আরও তিনটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান রয়েছেঃ

- International Finance Corporation (IFC)যা বেসরকারি খাতকে ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।
- Multilateral Investment Guarantee Age (MIGA) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য Foreign Direct Investment(FDI) কে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত-MIGA বিনিয়োগকারী ও ঋণ প্রদানকারীদেরকে Guarantee প্রদান করে থাকে।
- International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)এটি বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং স্বাগতিক দেশের মধ্যে বিনিয়োগ বিরোধ নিষ্পত্তি ও সালিসির জন্য কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সকল অঙ্গ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সদস্য।

বিশ্বব্যাংক অনুবিভাগ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতের প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সহায়তা প্রক্রিয়াকরণসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিশ্বব্যাংক ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয় করে বাংলাদেশের জন্য নতুন Country Partnership Framework (CPF) (২০১৬-২০২০) প্রবর্তন করেছে। বিশ্বব্যাংক CPF এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে 'Systematic Country Diagnostic (SCD) Report' প্রস্তুত করেছে। CPF,Country Assistance Strategy (CAS) (২০১১-২০১৪) যা ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়, তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। CPF-এর মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে energy sector; inland connectivity and logistics; regional and global integration; urbanization এবং adaptive delta management –এই পাঁচটি ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা বৃদ্ধিকরা। অধিকন্তু টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক macro-economic stability and related cross-cuttingchallenges; human development এবং institutions and business environment এই তিনটি অর্থনৈতিক মূল স্তম্ভে সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে।

১৯৭২ সাল হতে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ (আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা)'র বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমে ২৪.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি ঋণ/অনুদান প্রদান করেছে।এবং এর মধ্যে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত১৭.৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড় করেছে।বর্তমানে ট্রাস্ট ফান্ডসহ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ৪৭ টি প্রকল্প রয়েছে। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে জুন ২০১৬ পর্যন্ত মোট ছাড় করেছে ১.১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৬.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়ের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থ ছাড়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত অর্থবছরে বিশ্বব্যাংক মোট পোর্ট-ফোলিওর ৩৩.৬৩% অর্থায়ন করেছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিশ্বব্যাংক মোট ১৩৯৯.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড় করে যা অদ্যাবধি কোন অর্থবছরে বিশ্বব্যাংকের সবচেয়ে বেশি ডিসবার্সমেন্ট।স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক সহযোগিতার ২৯% বিশ্বব্যাংক থেকে পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক সকল উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা।

International Day for the Eradiacition of Poverty 17 Oct 2017 উদযাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট Mr. Jim Yong Kim

২.২.১ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ঋণঅনুদান চুক্তি স্বাক্ষরের বিবরণীঃ/

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১১টি প্রকল্পের অনুকুলে ৯৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ ও ১৫.৫৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানের জন্য বিশ্বব্যাংকের সাথে ঋণ ও অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। গুরুত্বপুর্ণ প্রকল্পসমূহের ঋণ ও অনুদানচুক্তি স্বাক্ষরের বিবরণী নিম্নরূপঃ

College Education Development Project

গত ০৮-০৯-২০১৬ তারিখে বিশ্বব্যাংকের সাথে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । এ প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল:(ক) কলেজ এডুকেশন সাব-সেক্টর (Tertiary Level)-এর অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরীকরণ এবং উক্ত সাব-সেক্টরের ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ। (খ) অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স পরিচালনাকারী সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বে-সরকারি কলেজসমূহের টিচিং-লার্নিং পরিবেশ উন্নততর করা। (গ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সংশ্লিষ্ট কলেজ সমূহে প্রতিযোগিতামূলক অর্থায়ন নিশ্চিতকরণে কার্যকর মনিটরিং ও ইভ্যাল্যুয়েশন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা । (ঘ) কলেজের শূন্য পদে নিয়োগ প্রদান নিশ্চিতকরণসহ শিক্ষক নিয়োগ, দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা উন্নতর করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন।

Second Additional Financing of Public Procurement Reform Project-II

গত ২৫ জুলাই, ২০১৬ তারিখে বিশ্বব্যাংকের সাথে বাংলাদেশ সরকারের ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

Local Governance Support Project-3(LGSP-3)

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে "লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রোজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩)" শীর্ষক প্রকল্পের Financing Agreement গত ০৬ মার্চ, ২০১৭ তারিখ ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়েছে। Financing Agreement এর আওতায় বিশ্বব্যাংক হতে উল্লিখিত প্রকল্পের অনুকূলে ৩০০ (তিনশত) মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য ২৭১.৭০ (দুইশত একাত্তর দশমিক সাত শূন্য) মিলিয়ন SDR অর্থ ঋণ হিসাবে পাওয়া যাবে। চুক্তির আওতায় ইউনিয়ন পরিষদসমূহের থোক বরাদ্দের অর্থ স্থানান্তর পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ; সুনির্দিষ্ট দক্ষতা সূচকের ভিত্তিতে ইউপিসমূহের দক্ষতাভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিতকরণ; এমআইএস পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ; ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পাইলট ভিত্তিতে ১৬টি পৌরসভাতে সম্প্রসারিত থোক বরাদ্দ চালু করা হবে।

Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে "বাংলাদেশ আঞ্চলিক আবহাওয়া ও জলবায়ু সেবা প্রকল্প" ("Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project") শীর্ষক প্রকল্পের Financing Agreement গত ০৫ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখ ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়েছে। Financing Agreement এর আওতায় বিশ্বব্যাংক হতে উল্লিখিত প্রকল্পের অনুকুলে ৭৯.৮০ (উনআশি দশমিক আট শূন্য) মিলিয়ন SDR সমতুল্য ১১৩ (একশততের) মিলিয়ন মার্কিন ডলার নমনীয় ঋণ পাওয়া যাবে যার মধ্যে National IDA ৮২ (বিরাশি) মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও Regional IDA ৩১ (একত্রিশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উক্ত ঋণ চুক্তির আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহন করা হবেঃ ক) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক, আগাম পূর্বাভাস সক্ষমতা ও সতর্কবার্তা প্রদান ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ; খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হাইড্রোলজিক্যাল তথ্য সম্পর্কিত নেটওয়ার্ক, আগাম পূর্বাভাস সক্ষমতা ও সতর্কবার্তা প্রদান ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ; এবং গ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জন্য কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত নেটওয়ার্ক, আবহাওয়া তথ্যব্যবস্থাপনার পূর্বাভাস প্রদান ব্যবস্থার আধুনিকায়ন।

Leveraging ICT for Growth Employment and Governance Project (LICT) (AF)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Leveraging Information and Communications Technologies (ICT) for Growth, Employment and Governance (LICT) Project" শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে গত ২৬ নভেম্বর, ২০১২ তারিখ বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত ঋণ চুক্তির ধারাবাহিকতায় বিশ্বব্যাংক প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের কার্যক্রম তরান্বিত ও ফলপ্রসু করার জন্য গত ১৮ এপ্রিল, ২০১৭ ইং তারিখে ৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিরিক্ত অর্থায়ন (Additional Financing) (আইডিএ নমনীয় ঋণ) প্রদানের চুক্তি হয়। অতিরিক্ত অর্থায়নে বাস্তবায়িত কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী নিম্নরূপ: সাইবার নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য কাঠামোগত উন্নয়ন; অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে জাতীয় ডাটাবেস সেন্টার এবং জাতীয় ই-আর্কিটেকচার সার্ভিস প্রদান; জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট অবকাঠামো সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করা, IT/ITES Service- বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবলের প্রশিক্ষণ সম্পন্নকরণ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ প্রকল্পের উদ্যোগী বিভাগ। অতিরিক্ত অর্থায়নে এ প্রকল্প আগামী ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হবে।

Health Sector Development Program(HSDP) (BHSDP MDTF Grant no. TF011556 & USAID Trust Fund Grant no.TF012281) Amendment to the Grant Agreement

গত ০৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ৫,২৩৭,৮৯৭ মার্কিন ডলারের অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং উক্ত অনুদান চুক্তির ওপর গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে Amendment to the Finance Agreement স্বাক্ষরিত হয়।

Bangladesh Forest Investment Program Investment Plan Preparation Project

গত ১৬ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে পরিবেশ ও বনমন্ত্রণালয়ের আওতায় বন অধিপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ০.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি কারিগরি সহায়তা চুক্তি বিশ্বব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।

Clean Airand Sustainable Environment (CASE)

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক অতিরিক্ত ঋণ সহায়তা হিসেবে ৩৫.০০ মিলিয়ন ইউ.এস.ডলার প্রদানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে গত ১৮/০৪/২০১৭ তারিখে একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

Rural Electrification and Renewable Energy ProjectII

গত ২৮ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে ইডকল কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পটির জন্য বিশ্বব্যাংক এর সাথে ৭.০৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্বব্যাংকের অনুবিভাগ প্রধান বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

Bangladesh RegionalWaterway Transport Project-1

গত ২১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে বিশ্বব্যাংক এবং ইআরডি-এর মধ্যে Bangladesh RegionalWaterway Transport Project-1(Credit Number 5842-BD)-এর আওতায় ৩৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এক্ষেত্রে সুবিধাভোগী দেশসমূহ বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপাল। ঢাকা -আশুগঞ্জ চট্রগ্রাম-নৌ করিডোর-বাংলাদেশের প্রধান অভ্যন্তরীন নৌ-বাণিজ্যিক রুট যা আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা-আশুগঞ্জ চট্টগ্রাম-নৌ রুট-এর সারা বছর ব্যাপী নাব্যতা নিশ্চত করণ করিডোরের উন্নয়ন এবং বিআইডব্লিউটি এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Bangladesh Regional Waterway Transport Project-1 শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পির মেয়াদ প্রস্তাব করা হয়েছে।

OBA Sanitation Microfinance Program

বিশ্বব্যাংকের Global Partnership on Output-Based Aid (GPOBA)-Trust Fundহতে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন-কর্তৃক স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার সম্প্রসারণ খাতে (পিকেএসএফ)শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৩মিলিয়ন মার্কিন ডলার (তিন) ০. অনুদান প্রদান করে।প্রকল্পটি ৩০ নভেম্বর ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। বাংলাদেশসরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যেগত ২১ ডিসেম্বর ২০১৬ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বব্যাংক অনুবিভাগ) উক্ত প্রকল্পের অনুদান চুক্তি (Grant Agreement) এবং পিকেএসএফ মনোনীত কর্মকর্তা প্রকল্প চুক্তি (Project Agreement)স্বাক্ষরকরেন। প্রকল্পটি পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২.২.২ চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ট্রাস্ট ফান্ডসহ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বর্তমানে ৫২ টি প্রকল্প চলমান আছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়নের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বিশ্বব্যাংক এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ২টি ত্রিপক্ষীয় সভা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপক্ষীয় সভায় সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ধীরগতির প্রকল্প ও ইনএলিজিবল এক্সপেন্ডিচার সম্বলিত প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করা হয়। সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক অনুবিভাগের সভাপতিত্বে ধীরগতির প্রকল্প ও ইনএলিজিবল এক্সপেন্ডিচার সম্বলিত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা ২টিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাগুলো ব্যবস্থা গ্রহণে করেছে।

২.২.৩ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্বব্যাংক অনুবিভাগের সমন্বিত সভা/কার্যাদি

গত ০৭-০৯ অক্টোবর ২০১৬ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ ও ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (আইএমএফ)-এর ২০১৬ সালের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার মূল বিষয় ছিল বিশ্বব্যাংক-এর ডেভেলপমেন্ট কমিটির সভা এবং আইএমএফ-এর ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল কমিটির বৈঠক। উক্ত বৈঠকসমূহে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও অন্যান্য নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি কিছু Side-line Meeting অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও গত ২১২৩- এপ্রিল ২০১৭ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনডি. সি.-তেবিশ্বব্যাংক গ্রুপ ও ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (আইএমএফ)-এর ২০১৭ সালের বসন্তকালীন সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সেশনে বিশ্ব অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজার, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়ন, আঞ্চলিক সংঘাত ও শরণার্থী সংকট, পরিবেশ চ্যালেঞ্জ, অবকাঠামো এবং নিম্ন-আয়ের দেশসমূহের বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা হয়। এ সভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।